KANDI RAJ COLLEGE
2ND SEM (BENG-H-CC-T3)
পর্ব-২.২ক পঞ্চম পর্যায়

SYNOPSIS - (26)

Dr. Shila Bhattacharyya
Dept of Bengali
KANDI RAJ COLLEGE
MSD, W.B

5.06.2020

'ক'

অমিত্রাক্ষর ছন্দ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা কাব্য ও নাট্যসাহিত্যে প্রথম ব্যবহৃত হয়। ইংরেজি সাহিত্যের মহাকবি মিল্টন BLANK VERSE (ব্ল্যাঙ্ক ভার্স)-এ 'প্যারাডাইস লস্ট' রচনা করেন সপ্তদশ শতকে। মধুসূদন কবি মিল্টনের ব্ল্যাঙ্ক ভার্স অনুসরণে বাংলা ভাষায় 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দের প্রথম প্রবর্তন করেন, তাঁর রচিত 'মেঘনাদ বধ কাব্য' ও 'বীরাঙ্গনা কাব্য' এই ছন্দেই রচিত।

'খ'

বাংলা ছন্দে ব্যবহৃত দুটি শব্দ— মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর।

১) মিত্রাক্ষর— স্বরধ্বনি সঙ্গতি পরস্পর দুটি চরণের শেষে অন্ত্য অক্ষরের সাদৃশ্য বা মিল থাকলে তাকে সমিল মিত্রাক্ষর বলে।

উদাহরণ

চমকিয়া রাজা এল | পাত্রমিত্রে কহে,
আশ্চর্য্য কথা কেন কহ | সবে তোমরা ॥ ৮+৬

এটি অমিত্রাক্ষর | মিত্রাক্ষরযুক্ত ছন্দ। এখানে মাত্রা সমতা (৮+৬) (৮+৬) লক্ষণীয়, প্রতিচরণে ৮+৬ সম্পূর্ণ। এই ছন্দে ছেদ ও যতি একই সঙ্গে পড়েছে। দুটি চরণ শেষে মিল আছে, এবং (৮+৬)- পর্বের কারণে দুরূহ। এটি পয়ার ছন্দরীতি।

২) অমিত্রাক্ষর— অমিত্রাক্ষরছন্দে সাধারণভাবে মিলহীন পয়ার (৮+৬) ব্যবহৃত হয়। এই ছন্দের ~~বহি~~ অমিত্রাক্ষরতার (অমিল) একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, মিত্রাক্ষরের অন্ত্য মিল, মধ্যমিল, এবং দল-পর্ব-পদ-পঙ্‌ক্তি চরণের নির্দিষ্ট সংখ্যার নিয়মনিয়মের বাঁধন অতিক্রম করে, অবাধ সহজগতি এনে দিতেই মধুসূদন বাংলাভাষায় 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' নিয়ে এলেন। তাঁর রচিত 'মেঘনাদবধ কাব্য' বা 'বীরাঙ্গনা'য় (৮ শিল্পরূপের নবতরঙ্গ

শীলা ভট্টাচার্য
০৫/০৬/২০২০

মিল্টন তাঁর প্রবন্ধে ছন্দের নতুন রূপকল্পের (অমিত্রাক্ষর) প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি অন্ত্যমিল বিশিষ্ট পয়ারের পরিবর্তে (৮+৬) ব্যবহার করেছেন, কিন্তু পঙ্‌ক্তির বা চরণ শেষে মিলের দাবিকে তুলে দিয়ে মধুসূদন কাহিনীর ও ভাবের সঙ্গে প্রবহমানতাকে যুক্ত করেছেন। ইংরেজি Blank Verse-এর অনুসরণে পরিবর্তে চরণ শেষের অন্ত্যমিল ও ছন্দগতি বা বাক্যগতি (যতি) অবিশ্রান্ত পরিবর্তে তিনি 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দকে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা দিলেন—

উদা: ক: সম্মুখ সমরে পড়ি | বীর চূড়ামণি ৮+৬
অমিত্রাক্ষর ছন্দ
বীর বাহু তাঁর যথা | শোভা পায় রণে ৮+৬
বৈশিষ্ট্য— অতলান্ত, ৮।

১। এখানে পয়ারের (অমিত্রাক্ষর) পরিবর্তে (৮+৬) যতি ব্যবহার করেছেন।
২। পর পর দুটি চরণ শেষে মিল নেই অর্থাৎ মিত্রাক্ষরের নিয়ম নিয়ে ভেঙেছেন।
৩। এতে এক-একটি চরণ শেষে অর্থ সমাপ্ত হয়নি, ছেদ (।) পড়েনি।
৪। এখানে তৃতীয় চরণের প্রথম পর্বে (অর্থাৎ চরণের শুরুতে) অর্থ সমাপ্ত ও ছেদ পড়েছে। ('অতলান্ত'র পরে)
৫। ভাবের প্রবহমানতা এই ছন্দে যতি এসেছে।

(N)

সুতরাং দেখা গেল মধুসূদন রচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে ছেদ ও যতি একসাথে পড়ে না অর্থাৎ অর্থবিরামও ছন্দবিরাম একসাথে মিলে যায় না। পয়ার ছন্দে (মিত্রাক্ষর ছন্দে) পঙ্‌ক্তির মাঝখানে অক্ষরের (দল) পর ছেদ পড়ে। কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দে চরণ মাঝখানে পর ছেদ পড়ে তার স্থিরতা নেই। ভাবের তীব্রতা অনুসারে ছেদ কখনো দীর্ঘ, কখনো বিলম্বিত পড়ে।

উদা: গ: ১।
হায় মাতঃ! ✓
যামিনী-সঙ্গিনী! মজালে রাক্ষসকুলে → এখানে প্রথম চরণের শেষ অংশে ছেদ পড়েছে।
তা মজিলা আপনি। ✓ → দ্বিতীয় চরণের মাঝে বিরতি পড়েছে।

শীলা ভট্টাচার্য
০৫.০৬.২০২০